The Bangladesh Monitor - A Premier Travel Publication

বোয়িং ৭৩৭ উড়োজাহাজের ‘ডি-চেক’ নিজেই করল বিমান

- A Monitor Desk Report Date: 08 February, 2025

ঢাকাঃ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট পরিদপ্তর নিজস্ব সক্ষমতায় বোয়িং ৭৩৭-৮০০ উড়োজাহাজের C-08 (HMV) Check এবং Structural & Fuel Tank Modification সফলভাবে সম্পন্ন করে আনুমানিক ২ মিলিয়ন ইউএস ডলার সাশ্রয় করেছে।

বৃহস্পতিবার (৬ ফেব্রুয়ারি) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বিমান হ্যাঙ্গার কমপ্লেক্সে আনুষ্ঠানিকভাবে মেইন্টিনেন্স কার্যক্রমের বিষয়টি গণমাধ্যমের নিকট বর্ণনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিমান পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও ড. মো. সাফিকুর রহমান, বিমান পরিচালনা পর্ষদের সদস্য লে. কর্নেল (অব.) প্রকৌশলী শাহরিয়ার আহমেদ চৌধুরী, বিমান ও সিভিল এভিয়েশনের উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

HMV/C-08 চেক হল একটি ব্যাপক Inspection, Repair এবং Modification প্রক্রিয়া, যা সাধারণত প্রতি আট বছর পরপর সম্পন্ন করা হয়। বোয়িং ৭৩৭-৮০০ ফ্লিটের S2-AFM উড়োজাহাজটিতে এই প্রথম বিমানের নিজস্ব সক্ষমতায় দেশেই এই চেক সম্পন্ন হল।

সর্বমোট ৬০০টির অধিক Task Card, ২টি জটিল Structural মোডিফিকেশন ও রিপেয়ার সহ সর্বমোট ১১টি মোডিফিকেশন

সম্পন্ন করা হয়েছে। সকল কাজ সম্পন্ন করে ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে সফল চেক ফ্লাইটের মাধ্যমে এই উড়োজাহাজের বিশাল কর্মযজ্ঞের সফল সমাপ্তি করা হয়।

এটি প্রকৌশল পরিদপ্তরের একটি বড় সাফল্য যার মাধ্যমে HMV চেক সম্পন্ন করার ফলে উক্ত উড়োজাহাজটি বড় ধরনের সিডিউল রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া আরও ৫/৬ বছর পরিচালনা করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। S2-AFM উড়োজাহাজটি ৬১,৬৮৩ ঘন্টা এবং ৩৫,১২৫ ফ্লাইট সাইকেল উড্ডয়ন সম্পন্ন করেছে।

বিমান প্রতিষ্ঠালগ্নের পর থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত উড়োজাহাজের A-check ছাড়া অন্যান্য চেক যেমন B-Check, C-check, D-Check/Heavy Maintenance দেশের বাইরে Third party MRO দিয়ে করানো হতো। অতঃপর বিমানের প্রকৌশলীরা নিজেদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে নিজেরাই উড়োজাহাজের Engineering Service ও Maintenance এর দায়িত্ব গ্রহন করে এবং সফলভাবে বিভিন্ন ধরনের মেইন্টিনেন্স চেক সম্পন্ন করছে, যা বিমানের প্রকৌশল পরিদপ্তরকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে।

ভবিষ্যতে অন্যান্য এয়ারলাইন্সকেও এ ধরনের সেবা প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব আয়ের সুযোগ তৈরি করেছে বিমান। নিজস্ব জনবল ও সক্ষমতায় সফলভাবে মেইন্টিনেন্স কার্যক্রম সম্পন্ন করায় বিমান ম্যানেজমেন্ট উক্ত কাজের সাথে সংশ্লিষ্টদেরকে ধন্যবাদ জানান ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন।

-B